হেমরঙের আলো

আনন্দমোহন দাশ

একটি নক্ষত্রহীন রাত্রি পকেটে নিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছি
সাঁকো। রত্ননীল চাঁদের আয়ুর জন্য অপেক্ষা না-করেই
ডিঙিয়ে এসেছি শরবন। যদি হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে ফেলি পথ
যদি ঈশ্বর এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলে : কি চাও?
আমি বলবো: আমার কিছুই চাওয়ার নেই

লবণ নদীর হাওয়া খেতে খেতে এগোতে থাকি

অন্ধকার ঠাউরে ঠাউরে দেখা হয়ে গেলো যে কৃষকদের
সাথে। যে সারাটা জীবন ধরে কষ্টের কাদায় পরম যত্নে
বুনেছে অশ্রুবীজ। আঁধার কয়লার খনি থেকে মৃত্যুকে হারিয়ে উঠে এলো যে শীর্ণ শ্রমিক।
কুহক কাটিয়ে আত্মহত্যা
করতে গিয়েও ফিরে এলো যে উন্মাদ যুবক
তারা কোরাসে বললো: আমরা তোমাকে চিনি। তুমিই আমাদের
এতোদিন শুনিয়েছো প্রাণদায়ী গান

কোথাও যাবো না আমি তোমাদের পায়ে
কবিতার খাতাগুলি অঞ্জলি দিয়ে হাঁটুমুড়ে বসি
হেমরঙের আলো চিক্‌চিক্ করে ফুটে ক্ষয়াটে চোখে...!

স্বাগত বর্ষণ

আরণ্যক বসু

বাহান্ন তাসের মতো কালে মেঘ বিছিয়েছ নীল রাজ্যপাটে
কৃষ্ণবর্ণ কয়েকটি ঘোড়া, মেঘ পিঠে হিমালয় পাড়ি দেবে, তাই উসখুশ;
ডুয়ার্সের নিভৃত সবুজে খাবে লুটোপুটি; জলঢাকা, তিস্তার ঘোলাজলে
তোলপাড় স্নানে মগ্ন বৃষ্টির কালো ঘোড়াগুলি

বৃষ্টি হবে ময়ূর পাহাড়ে, পাথরের গায়ে আঁকা একঝাঁক আগুনের পাখি
চূর্ণ জলকণা মেখে উড়ে যাবে চালসা, ঝালং, বিন্দু, কমলা বাগানে;
বিরতিবিহীন বৃষ্টি ঝরে যাবে শালের চারায় আর সেগুনের ক্লান্ত বনে বনে

যেখানে নামব ভেবেছিলাম, তছনছ করে দিল প্রথম বর্ষণ
বাসের জানালা দিয়ে ঢুকে এল খলবলে মেঘ আর সাঁওতালি ছেলে
যেখানে দাঁড়াব ভেবেছিলাম, দেখি, জলঙ্গী, চূর্ণি এসে দখল নিয়েছে,
দেখি, বেথুয়াডহারী বন, পারমাদানের গাছপালা—
ছেয়ে দিল শহরের ব্যর্থ রাস্তাঘাট

শেষ বাস না-ও যদি আসে, ছেঁড়া পাতা ভাসতে ভাসতে চলে যাব
জল থই-থই বরিশাল, খুলনার বাড়ির উঠোনে;
ঘাট থেকে উঠলেই বেড়া; বেড়া পেরোলেই লেবুগাছ

এত মেঘ, এই যে বিস্মৃতিভার, সারাটা আকাশ বুনে দিলে,
বাড়ি নয় নাই ফিরলাম

স্বপ্ন

মনন দাস

মন থেকে স্বপ্ন যেন নড়েনা
আমি তাকে মেরে কেটে ক্ষতবিক্ষত করেছি
শেষবেশ বিসর্জন দিয়ে ভেবেছি নিস্তার
কিন্তু কখন জানিনা সে দিব্যি বেঁচে উঠে
ঠিক এসে বসে আছে আপন কোটরে।
এভাবেই চলে বারবার...
এভাবেই ঘুরে ফিরে জীবন যাপন...

জানালার ধারে গাছটি

(Tree At My Window)
মূল রচনা : রবার্ট ফ্রস্ট (ইউ এস এ)
(অনুবাদ - প্রণব মুখোপাধ্যায়)

যদিও রাতের হিমে
জানালার কাচ করে দিই আমি বন্ধ
হে বৃক্ষ জেনো পর্দা দিইনি টেনে
পাছে ঘুচে যায় পরিচয় পালা, ছন্দ।

মৃত্তিকা হতে স্বপ্নের ধোঁওয়া আবছা
ভেসে উড়ে যায় গল্পের মেঘমালায়
ভাবনা তোমার রচনা করে না সঙ্গীত
ছিন্নভিন্ন তীব্র দহন জ্বালায়।

জানি মেতে ওঠে তোমার মাথায় ঝঞ্ঝা
সে এক কঠিন লড়াই বৃষ্টিপাতে
যে ঘুম আমার দেখেছ জানালা ঘেঁসে
সে যে নিদারুম উদ্বেগে লড়ে পাঞ্জা।

হানাদারী রাত জেগেছে অগ্নিবেশে।

ভাগ্যদেবী তো তোমার আমার শীর্ষে
পরালেন মালা অমলিন বন্ধুত্বে,
তবু জেনে রেখো বৃক্ষ
তুমি তো যোদ্ধা নেহাৎ বহির্বিশ্বে।

অন্দরে আমি ঝরে ঝরে আজ নিঃস্ব।

প্রতিবেশী বাতায়ন

কালপট্ট নারায়ণণ (অনুবাদ - জ্যোতির্ময় দাশ)

সাদৃশ্য

প্রথমবার বাড়িতে এসে দেওয়ালে আমার
পুরোনো ছবির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল বন্ধু:
'ছোটো ভাই বোধহয় তোমার?'
মাথা নেড়ে জানিয়েছিলাম আমি, হ্যাঁ।

প্রায় একই মুখের গড়ন,
কেই রকম অগোছালো চুলের রাশি,
শুধু চোখগুলো গভীর নয় ততটা, আর
সুখের স্মৃতিরাও দূরে চলে যায়নি তেমন।
বন্ধু আমাকে বলেছিল:
'তোমার থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় দেখতে।'

আত্মবিশ্বাসে যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত তার ভঙ্গিমা;
পৃথিবীকে মানিয়ে নিয়েছিল সে তুলনীয়ভাবে বেশি,
কোনও নির্জনতাই নিঃসঙ্গ করতে পারেনি তাকে তেমন।
আরও কাছ থেকে নিবিড়ভাবে দেখার পর
বন্ধু নিচুস্বরে প্রশ্ন করেছিল আমাকে:
'বেঁচে নেই বুঝি?'

হ্যাঁ, প্রায় বেঁচে না থাকার মতোই!

পৃথিবীর প্রান্তসীমায়

জোয়াও ক্যাব্রাল দে মেলো নেটো (ব্রাজিল)
অনুবাদ - সুজিত সরকার

একটি বিষণ্ণ পৃথিবীর প্রান্তসীমায়
মানুষেরা খবরের কাগজ পড়ে।
যারা উদাসীন তারা কমলালেবু খায়
যা সূর্যের মতো আলো ছড়ায়

তারা আমাকে মৃত্যুর কথা মনে করাতে
একটি আপেল দিয়েছিল। আমি জানি
শহরগুলি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে কেরোসিন চাইছে।
যে অবগুণ্ঠন উড়ে যেতে দেখেছিলাম
সেটি মরুভূমিতে পড়েছিল।

এই ব্যক্তিগত বারোটার পৃথিবী নিয়ে
কেউই শেষ কবিতা লিখবে না
শেষ বিচার নয়, আমাকে চিন্তিত করে
শেষ স্বপ্ন

সাঁতার

মনোতোষ আচার্য

কখনো কঠিন কোনো মুহূর্তের হাতছানি ডাকে
ফেলে আসা পোড়ো বাস্তুভিটে,
সিঁদুরে আমের চারা, শ্যাওলা পানাভর্তি
পুকুর, দুপুরে সূর্যপোড়া রাস্তা ধুলো
উড়ে এসে সেই চোখে ঝাপসা ধরায়...

এখন কঠিন বুকে বেঁচে থাকা বড্ড বিষম
হে হিম হাওয়া, শরীরের ভাঁজ খুলে
খেলে যাও অক্ষরের ডুব-সাঁতার!